লেখক ও কবি পরিচিতি :
কামরুন জিনিয়া

অমল মিত্র : কবিতা ও ছোটগল্প লেখেন। ১৯৭৮ সালে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ থেকে এম.বি.বি.এস। দীর্ঘ ১৬ বছর আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্রে বিজ্ঞানী ও ডাক্তার হিসেবে কাজ করেন। বর্তমানে মিসিসিপির হেটিসবার্গ শহরে ইউনিভার্সিটি অব সাদার্ন মিসিসিপির পাবলিক হেল্‌থ বিভাগের অধ্যাপক। বিশেষ গবেষণা পুরস্কারঃ Innovation Award for Applied Research, 2004. প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ - 'কবোষ্ণ কলাপ'।

আনোয়ার শাহাদাত : একাধারে ঔপন্যাসিক, গল্পকার, চলচ্চিত্রকার ও সাংবাদিক (রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক সংবাদদাতা, আজকের কাগজ)। প্রকাশিত গ্রন্থ—'হেলে চাষার জোয়াল বৃত্তান্ত' (ছোট গল্প), 'সাঁজোয়া তলে মুরগা' (উপন্যাস)। প্রকাশিতব্য—'ক্যানভেসার গল্পকার' (ছোটগল্প)। শর্ট ফিল্মস—এ্যাজ ইট শুড বি, ফলিং লিভস্, টিকেট, প্রিন্টার পারফেক্ট, ন্যানি। ফিচার ফিল্ম—ওস্তাগারের তালিকা (সারকামসাইজার'স লেজার বুক) (নির্মিতব্য)।

আবদুন নূর : গল্পকার, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার। প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা তিনটি। তাঁর নাটক হিন্দী ও ইংরেজীতে অনূদিত হয়েছে। জন্ম ২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৯। জীবনের প্রায় পুরোটা সময় অভিবাসী। ১৯৬০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে লেখালেখির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়েন। দেশের বিভি সাময়িকীতে তাঁর রচিত গল্প, উপন্যাস ও বিবিধ রচনা নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছে। বেতার নাট্যও লিখেছেন সে সময় এবং পরবর্তীকালে টেলিভিশনের জন্য। প্রকাশিত গ্রন্থ 'প্যাগাসাস', 'শূন্যবৃত্ত', 'উত্তরণ' এবং 'বিচলিত সময়' সুধীমহলে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত ও সমাদৃত। তাঁর লেখনী বিস্তৃত থেকেছে জাতিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতির বিকাশে। ১৯৭০ সাল থেকে বিশ্বব্যাংকের একজন বিশেষজ্ঞ হিসেবে ওয়াশিংটনে কর্মরত।

আবু ওবায়দা আনসারী খান : মূলতঃ কবিতা লেখেন। ঢাকা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ পাশ করেছেন ১৯৭৮ সালে। কানাডার ম্যানিটোবা ইউনিভার্সিটি থেকে ডক্টরেট করেছেন পরবর্তী সময়ে। বর্তমানে মিসিসিপির জ্যাকসন স্টেট ইউনিভার্সিটিতে পদার্থ বিদ্যা বিভাগে অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত আছেন। স্ত্রী ডঃ শায়লা খান ও দু'কন্যা নিয়ে স্থায়ীভাবে জ্যাকসন, মিসিসিপিতে বসবাস করছেন।

ইকবাল হাসান : একাধারে কবি, গল্পকার ও ঔপন্যাসিক। সত্তরের জনপ্রিয় উল্লেখযোগ্য কবিদের অন্যতম। সম্পাদনাও করেছেন বেশ কিছু। নিরলস লিখছেন আজও। জন্ম বরিশাল, ১৯৫২। পড়াশোনা, অর্থনীতিতে স্নাতক (সম্মান)। বসবাস - জার্মানী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং বর্তমানে কানাডার টরন্টো। পেশা, দেশে সাংবাদিকতা এবং বিদেশে কখনো ব্যবসা, কখনো স্রেফ শ্রমজীবী। প্রকাশিত গ্রন্থ - 'অসামান্য ব্যবধান' (কবিতা ১৯৮৬), 'মানুষের খাদ্য তালিকায়' (কবিতা ১৯৮৬), 'জ্যোৎস্নার চিত্রকলা' (কবিতা ১৯৯৫), 'দূর কোনো নক্ষত্রের দিকে' (কবিতা ২০০০), 'জলরঙে মৃত্যুদৃশ্য' (কবিতা ২০০৩), 'কপাটবিহীন ঘর' (গল্প ১৯৯৪), 'মৃত ইঁদুর ও মানুষের গল্প' (গল্প ২০০০), 'দূরের মানুষ কাছের মানুষ' (ব্যক্তিগত নিবন্ধ ২০০০), 'আশ্চর্যকুহক' (উপন্যাস ২০০২), 'শহীদ কাদরী কবি ও কবিতা' (সম্পাদনা ২০০৩), 'ছায়ামুখ' (উপন্যাস ২০০৪), 'প্রেমের কবিতা' (কবিতা সংকলন ২০০৪), 'কার্তিকের শেষ জ্যোৎস্নায়' (গল্প ২০০৪) ইত্যাদি।

কামরুন জিনিয়া : কবিতা ও ছোটগল্প লেখেন। লুইজিয়ানা থেকে প্রকাশিত 'আকাশলীনা' সাহিত্য সংকলনের সম্পাদক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজী সাহিত্যে অনার্স ও মাস্টার্স শেষ করেছেন ১৯৯৬ সালে। 'জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ - ৮৯' তে জাতীয় পর্যায়ে প্রথম হয়ে আবৃত্তিতে স্বর্ণপদক পান। লুইজিয়ানা অঙ্গরাজ্যের সাদার্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও

কলেজ থেকে লোক-প্রশাসনে মাস্টার্স করেন ২০০০ সালে। বর্তমানে একই বিশ্ববিদ্যালয়ের Public Policy & Urban Affairs-এ Women & Sustainable Development Policy- তে পি.এইচ.ডি করছেন। উত্তর আমেরিকা বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক বিভিন্ন কর্মকান্ডের সঙ্গে যুক্ত।

গুলশান আরা কাজী : কবিতা, ছোটগল্প ও নাটক লেখেন। সাহিত্যের প্রায় সবগুলো শাখাতেই দৃপ্ত পদচারণা তাঁর। লিখেছেন প্রায় শতাধিক কবিতা, ছোটগল্প ২০টি এবং ১০টিরও বেশী নাটক। বিগত ২৫ বছর ধরে প্রবাসে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চা এবং প্রচার কাজ করে চলেছেন। এই উদ্দেশ্যে বস্টনে 'তরঙ্গ' নামে একটি স্কুল স্থাপন করেন। পেশাগতভাবে একজন বৈজ্ঞানিক। পদার্থ বিদ্যায় Ph.D. করার পর তিনি Laser Physics এবং CancerTherapy-তে গবেষণা করেছেন, এবং Harvard Medical School-এ Senior Scientist হিসেবে কাজ করেছেন দীর্ঘদিন। এছাড়াও North America Nazrul Conference Committee, North America Poetry Conference Committee, Boston Soup Poets Association এবং Literary Circle of New England-এর একজন সক্রিয় সদস্য। মূলতঃ তিনি এবং তাঁর স্বামী কাজী বেলাল-এর ঐকান্তিক প্রচেষ্টাতেই ২০০৪ সালে California State University, North Ridge-এ তাঁরা Nazrul Studies Program চালু করতে সমর্থ হন, যা আমাদের গোটা জাতি তথা বাংলাদেশের জন্যে একটি গর্বের ব্যাপার। অদূর ভবিষ্যতে আমেরিকার আরও বেশ কিছু ইউনিভার্সিটিতে Nazrul Studies Program চালু হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। বর্তমানে ডক্টর গুলশান কানেকটিকা অঙ্গরাজ্যের R & D Division of Cancer Research in CuraGen Corporation-এর একজন বিজ্ঞানী ও

Group Leader হিসেবে কাজ করছেন।

জসিম মল্লিক : প্রবাসী লেখক ও সাংবাদিক । জন্ম ১৯৬২ সালে বরিশাল শহরে । ১৯৮৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সড়বাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেন । কলেজ জীবন থেকেই তাঁর লেখালেখির শুরু এবং দেশের বিভিনড়ব জাতীয় দৈনিক ও সাপ্তাহিক-এ নিয়মিত লিখেছেন । ১৯৮৪ সালে শাহদত চৌধুরী সম্পাদিত তৎকালীন 'সাপ্তাহিক বিচিত্রায়' যোগদান করেন । এরপর সাপ্তাহিক বিচিত্রার আকস্মিক বিলুপ্তির পর ১৯৯৮ সালে মিডিয়া ওয়ার্ল্ড পাবলিকেশন প্রকাশিত সাপ্তাহিক২০০০-এ যোগ দেন । দীর্ঘ তেইশ বছরের সাংবাদিকতা জীবনে তাঁর অভিজ্ঞতা বিপুল ও বিশাল । এই বিশাল অভিজ্ঞতার উপদান নিয়েই তিনি নির্মাণ করেছেন অসংখ্য গল্প উপন্যাস এবং সমাজ সচেতন মূলক বিভিনড়ব লেখা । তুলে এনেছেন জীবনের চরম সত্য আর বাস্তবতাকে । তাঁর সপ্রতিভ, ঋজু, সংহত, সংবেদী ভাষা আর বিষয় বৈচিত্রের স্বকীয়তা ও নিজস্বতা বরাবরই লক্ষ্যযোগ্য । ইতিমধ্যে তাঁর প্রকাশিত কয়েকটি ছোটগল্প ও উপন্যাস পাঠক মহলে আলোচিত হয়েছে । তাঁর প্রকাশিত অন্যান্য গ্রন্থগুলো হচ্ছে আলোর গভীরে, নীল জলে তরঙ্গ, নক্ষত্রের গান, ভালবাসার দিনগুলি, তোমার কাছে যাব, তোমার জন্য আমি, জীবন বারে বারে আসে, টানাপেড়েন, নক্ষত্রের আগুন ভরা রাতে, হাডসন থেকে টেমস, কোন কথা ছিল না, হৃদয় যতদূর, প্রভৃতি ।
এর পাশাপাশি তিনি দেশের নামকরা শিল্প প্রতিষ্ঠান মুনড়বু গ্রুপ অব ইন্ডষ্ট্রিজ এবং নামকরা বিজ্ঞাপনী সংস্থা ইউনিট্রেন্ড-এ প্রায় একযুগ কাজ করেছেন । ছিলেন জাতীয় প্রেসক্লাবের সদস্য ও বাংলাদেশ জনসংযোগ সমিতির শিক্ষা ও গবেষনা সম্পাদক । বর্তমানে কানাডার নাগরিক এবং জনপ্রিয় সাপ্তাহিক২০০০ ও আনন্দধারার বিশেষ প্রতিনিধি । এছাড়াও পৃথিবীর বিভিনড়ব দেশের পত্রিকায় লিখে চলেছেন বিরামহীন । টরন্টো, কানাডা প্রবাসী ।

জাহানারা খান বীনা : কবিতা ও ছোটগল্প লেখেন। জন্ম ঢাকায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৮৫ সালে 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে' অনার্সসহ এম.এ. পাশ করেন। তাঁর একগুচ্ছ বাংলা কবিতার ইংরেজী অনুবাদ 'Walking Together into Eternity'

বেরিয়েছে ১৯৯৮ সালে, যা সুধীমহলে ব্যাপক প্রশংসিত হয়। স্থায়ীভাবে ফ্লোরিডাতে বসবাস করছেন এবং সেখানকার বিভি সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের সঙ্গে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন।

জায়েদ ফরিদ : কবি, মধ্যপ্রাচ্য প্রবাসী।

জিয়াউদ্দিন আহমেদ : মূলতঃ কবিতা লেখেন। পেশায় চিকিৎসক। বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশন—নর্থ আমেরিকা চ্যাপ্টারের প্রাক্তন সভাপতি ডাঃ জিয়াউদ্দিন আহমেদ বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের একজন বীর মুক্তিযোদ্ধাও। দেশ-বিদেশের বিভি পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত লেখালেখি করেন। উত্তর আমেরিকার বিভি সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত।

জিয়ারত হোসেন : কবিতা ও প্রবন্ধ লেখেন। সম্পাদনার সঙ্গেও জড়িত। প্রবাসের বিভি পত্র-পত্রিকায় তাঁর লেখা নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। বর্তমানে উত্তর আমেরিকার নিউ মেক্সিকো অঙ্গরাজ্যের ইউনিভার্সিটি অব নিউ মেক্সিকো-তে অধ্যাপনা করছেন।

জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত : সাহিত্যে ষাটের দশক নিয়ে যে-কোনো বিবেচনার ক্ষেত্রেই অনিবার্যভাবে যাঁদের নাম উঠে আসবে, জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত তাঁদের অন্যতম। জন্ম ১৯৩৯ সালে, কুষ্টিয়ায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে গণযোগাযোগ-এ এম.এস. ও সাংবাদিকতায় পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। কর্মজীবনের শুরু ঢাকায়, বাংলা একাডেমীতে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিধ্যাপনা ও গণসংযোগ/সম্পাদনার পেশায় কেটেছে দীর্ঘকাল। আটাশ বছর বিদেশ বাসের পর দেশে ফিরে বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ এনজিও 'প্রশিকা'-র তথ্য পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব ও তথ্য-প্রযুক্তি বিভাগেও খন্ডকালীন প্রফেসর ছিলেন একই সঙ্গে। কখনো নিউইয়র্কে কখনো ঢাকায় বাস তাঁর এখন। প্রকাশিত গল্পগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে, 'দুর্বিনীত কাল', 'বহে না সুবাতাস', 'সিতাংশু তোর সমস্ত কথা', 'পুনরুদ্ধার', 'উড়িয়ে নিয়ে যা কালমেঘ', 'ফিরে যাও জ্যোৎস্নায়', 'প্লাবনভূমি', 'মুক্তিযোদ্ধারা', 'জলপরী তো নাচবেই', 'নির্বাচিত গল্প' ইত্যাদি।

দলিলুর রহমান : রসায়ন বিজ্ঞানী ডক্টর দলিলুর রহমান একজন সৃজনশীল ব্যক্তিত্ব। বিজ্ঞানের মতো শিল্পের বিভি শাখায় বিচরণ তাঁর। কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প, ছবি আঁকা - সবকিছুতেই দৃপ্ত পদচারণা তাঁর। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগ থেকে বিএসসি (অনার্স) ও মাস্টার্স ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগে প্রভাষক হিসেবে কাজ করেন চার বছর। এরপর প্রথমে টোকিও ও পরে কানাডাতে রসায়নে যথাক্রমে স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি নিউজার্সীতে Princeton University-তে প্রথমে Research Associate ও পরে Research Staff Member হিসেবে তিন বছর গবেষণা করেন। নিউজার্সী প্রবাসী ডঃ রহমান বর্তমানেও গবেষণার কাজে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। ছাত্রাবস্থা থেকেই কবিতা লিখতেন। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ - 'বিতর্ক কেবল সময়ের' এবং যৌথ প্রকাশনা - 'দশ-দিগন্ত' (কবিতা)।

দাউদ হায়দার : বাংলাদেশের খ্যাতিমান কবি। বর্তমানে জার্মান প্রবাসী।

দিলারা হাশেম : উত্তর আমেরিকার প্রবাসী বাঙালি সম্প্রদায়ের একজন অত্যন্ত জনপ্রিয় ও সর্বজনশ্রদ্ধেয় লেখিকা। জন্ম চল্লিশ দশকের প্রথম দিকে। যশোহর। ইংরেজী সাহিত্যে এম.এ. করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১৯৭২ থেকে ওয়াশিংটন প্রবাসী। এক সময় বিবিসি-তে এবং বর্তমানে ভয়েস অব আমেরিকার বাংলা ব্রড কাস্টার লেখক হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের ফেডারেল গভর্নমেন্টের স্থায়ী সিভিল সার্ভিস পদে চাকুরীরত। উপন্যাস, গল্পের পাশাপাশি কবিতা ও নাটক লেখেন। ত্রিশটিরও বেশী প্রকাশিত গ্রন্থের ভেতর ঘর মন জানালা, আমলকীর মৌ, একদা এবং অনন্ত, স্তব্ধতার

কানে কানে, কাকতালীয়, হামেলা, গোধূলী বিলাপ, শেষ বিকেলের আলো, মানবীর সুখ-দুঃখ, শেষ রাতের সংলাপঃ টুইন টাওয়ার্স, সিংহ ও অজগর, রাহুগ্রাস, অনুক্ত পদাবলী পাঠক মহলে ব্যাপকভাবে সমাদৃত। দেশে ও বিদেশে পেয়েছেন সম্মানজনক বহু পুরস্কার। দিলারা হাশেন কথা সাহিত্যে বাংলা একাডেমী পুরস্কার

পেয়েছেন ১৯৭৬ সালে। ১৯৯৮-এ পেয়েছেন 'অনন্যা' সাহিত্য পুরস্কার। বাংলা

সাহিত্যে অনবদ্য অবদানের জন্যে নিউজার্সীতে অনুষ্ঠিত 'বঙ্গ সম্মেলন - ২০০০' তাঁকে বিশেষ পুরস্কারে ভূষিত করেন। একই বছর কলকাতা থেকে পান সম্মানজনক 'চোখ সাহিত্য পুরস্কার'। এছাড়াও ১৯৯৪ সালে North American Literary Society থেকে পান শঙ্খচিল সাহিত্য পুরস্কার এবং ১৯৯৫ সালে Cultural and Literary Inc., Chicago থেকেও বাংলা সাহিত্যে তাঁর নিরলস অবদানের জন্যে পান সম্মানজনক পুরস্কার। স্বনামধন্যা দিলারা হাশেম রচিত বেশ কিছু নাটক/সিরিয়াল বিটিভি ও বাংলাদেশের অন্যান্য চ্যানেলগুলোতে প্রদর্শিত হয়েছে এবং ব্যাপক দর্শকপ্রিয়তা পেয়েছে।

দেলোয়ার হোসেন মঞ্জু : দে—লায়ার হো—সন মঞ্জু অথবা মঞ্জু মিস্ত্রাল, জন্ম : ১৯৭০, সি—লট প্রকাশিত কবিতার বই : ইস্পা—তর গোলাপ, ঈসাপাখি বেদনা ফো—ট মরিয়মব—ন, মৌলিক ময়ূর, নীল কা—ব্যর বয়াত প্রকাশিত উপন্যাস :জ্যোৎস্নার বেড়াল। লন্ডন প্রবাসী।

নাজনীন সীমন : কবিতা ও ছোটগল্প লেখেন। বলার ঢঙ ও বুনন সৌকর্যে শুরু থেকেই তিনি আলাদা। কবিতা ও গল্প উভয় শাখায়ই স্বতন্ত্র, যদিও স্বল্পপ্রসূ। তাঁর উচ্চারণ পাঠককে ভাবায়, নতুন করে দেখতে অনুপ্রাণিত করে, নিয়ে যায় শিল্পের কাঙ্ক্ষিত বন্দরে। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ - 'আদিগন্ত বিস্তীর্ণতার ঢালে'।

নাসরীন খান রুমা : মূলতঃ কবিতা লেখেন। ছবি আঁকতে ভালোবাসেন। প্রবাসের বিভি পত্র-পত্রিকায় ও ম্যাগাজিনে তাঁর কবিতা নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। 'সুপ্রভাত' নামে কানাডার একটি মাল্টি-কালচারাল অরগানিজেশনের সক্রিয় কর্মী ও সদস্য। টরন্টো, কানাডা প্রবাসী।

নাহার মনিকা : লেখালেখির শুরু স্কুল জীবনে হলেও প্রম কবিতা ছাপা সাপ্তাহিক বিচিত্রায় । জন্মসূত্রে উত্তরবঙ্গে কলেজ আর তারপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে সমসাময়িক পত্রপত্রিকায় সরব উপস্থিতির পর কিছুকাল পেশা-প্রবাস ইত্যাকার কারণে লেখালেখিতে নয়, ছাপাতে বিরতি । বর্তমানে মন্ট্রিয়ালে বসবাস, আর সাহিত্যের আবহ আবারো ছাপাতে উৎসাহ যোগাচ্ছে । কবিতা লিখতেই তার আনন্দ, কিছু গল্প ও অন্যান্য গদ্যও লিখেছেন, কিন্তু লেখার চেয়ে পড়ায় আরো আনন্দ, আর পড়ার চেয়ে কাব্য-ভাবনায় আচ্ছনড়ব থাকাটি সবচেয়ে পছন্দের । তার মতে, অসংখ্য কালোত্তীর্ণ কবিতা লেখার পরও অনেক ভালো কবিতা লেখা হবে । তিনি তা না লিখলেও অন্য কেউ লিখবেন । এই উচ্চাঙ্গের নান্দনিক ভাবনা প্রকাশের ফর্মটি মানুষের মন ও মননের খোরাক যোগাবে । কবিতা নাহার মনিকাকে স্বাধীনতা দেয় জীবনে বা জীবনের বাইরে যা কিছু ঘটে অথবা ঘটেনা তাকে নিজের মতো করে বলার; যে স্বাধীনতা প্রকৃতির মতই শক্তিশালী ।

পূরবী বসু : একাধারে বিজ্ঞানী, গল্পকার ও প্রাবন্ধিক। জন্ম মুন্সীগঞ্জে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শেষ করেছেন ফার্মেসীতে অনার্সসহ স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মেডিকেল কলেজ অব পেনসিলভ্যানিয়া ও ইউনিভার্সিটি অব মিসৌরী থেকে লাভ করেছেন যথাক্রমে প্রাণ-রসায়নে এম.এস. ও পুষ্টিবিজ্ঞানে পিএইচডি। বিজ্ঞানচর্চা তাঁর পেশা। নিউইয়র্কের বিশ্ববিখ্যাত মেমোরিয়াল স্লোন কেটারিং ক্যান্সার সেন্টারে গবেষণা ও কর্নেল ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপনা করেছেন বেশ কিছুকাল। অজস্র গবেষণা-প্রবন্ধ

প্রকাশিত হয়েছে সারা বিশ্বের নানা নামি জার্নালে। তাঁর গল্পগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে 'আজন্ম পরবাসী', 'সে নহি সে নহি', 'পূরবী বসুর গল্প', 'নিরুদ্ধ সমীরণ', 'গল্পসমগ্র', 'একদা এখানে কন্যাসন্তান জন্ম নিত' এবং 'অনিত্য অনিন্দ্য'। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক ঔষধ প্রস্তুত প্রতিষ্ঠান ওয়ায়েথ ফার্মাসিউটিক্যাল্‌সে কর্মরত।

ফকির ইলিয়াস : কবি ও সাংবাদিক। জন্ম ১৯৬২, সিলেটে। পড়াশোনা করেছেন বাংলা সাহিত্যে। বাংলাদেশের ও প্রবাসের বিভি পত্র-পত্রিকায় তাঁর লেখা নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। কবিতার পাশাপাশি প্রবন্ধ ও কলাম লিখেন। দীর্ঘদিন থেকে নিউইয়র্কে বসবাস করছেন। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ - 'বাউলের আর্তনাদ', 'হৃদ্দে গাঁথা মালা', 'বৃত্তের ব্যবচ্ছেদ', 'অবরুদ্ধ বসন্তের কোরাস' এবং গীতিকবিতা 'অনন্ত আত্মার গান' পাঠকমহলে ব্যাপকভাবে সমাদৃত। যৌথ কাব্যগ্রন্থ - 'এ নীল নির্বাসনে'।

ফারহানা ইলিয়াস তুলি : নিউইয়র্কের অত্যন্ত জনপ্রিয় ও পরিচিত কবিদের একজন। কবিতার পাশাপাশি ছোটগল্প লেখেন। সম্পাদনার সঙ্গেও জড়িত। নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা কবিতাপত্র 'কালিক'-এর সম্পাদক। প্রকাশিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে রয়েছে - 'প্রজন্মের সেতুবন্ধন', 'হৃদৈয় ছুঁয়ে যাক ভালোবাসায়' এবং 'নেমে আসে সন্ধ্যার স্বর'।

ফেরদৌস নাহার : কবিতা ও প্রবন্ধ লেখেন। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ১০টির মতো। 'সময় ভেঙেছে সংশয়', 'সমুদ্রে যাবো অবিচল এলোমেলো'-সহ প্রত্যেকটি কাব্যগ্রন্থ সুধীমহলে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে। এছাড়াও কবিতা বিষয়ক তাঁর প্রথম প্রবন্ধ 'কবিতার নিজস্ব প্রহর' সাহিত্য অঙ্গনে নতুন একটি মাত্রা যোগ করে। তিনি 'সুপ্রভাত' নামে কানাডার একটি মাল্টি-কালচারাল অরগানিজেশনের সক্রিয় কর্মী ও সদস্য। টরন্টো, কানাডাতে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন।

বদিউজ্জামান নাসিম : জন্ম বরিশালের শিরযুগ গ্রামে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মনোবিজ্ঞানে এম.এস.সি। বর্তমানে বস্টন প্রবাসী এবং সেখানকার একটি মানসিক হাসপাতালে কর্মরত। মুলতঃ কবিতা লেখেন। সম্পাদিত সংকলন - নীলিমার নীলক্ষেত, জেব্রা ক্রসিং, মাল্টিস্টোরীড দুঃখশোক ইত্যাদি। 'ভিন-গোলার্ধ' নামে প্রবাসে একটি বাংলা ভিত্তিক উদ্যোগের অন্যতম রূপেকার।

মাসুদা ভাট্টি : নামকরা জার্নালিস্ট, কলামিস্ট, ছোট গল্পকার ও ঔপন্যাসিক। লন্ডন প্রবাসী।

মীজান রহমান : উত্তর আমেরিকার প্রবাসী বাঙালি সম্প্রদায়ের একজন অত্যন্ত জনপ্রিয় ও সর্বজনশ্রদ্ধেয় লেখক। শামসুর রাহমান, সৈয়দ শামসুল হক, শহীদ কাদরী প্রমুখের সমসাময়িক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র এই লেখক পেশাগত জীবনে কানাডার অটোয়াস্থ কার্লটন বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের খ্যাতনামা অধ্যাপক ছিলেন। একটানা তেত্রিশ বছর শিক্ষকতা করে অবসর নেন ১৯৯৮ সালে। বর্তমানে তিনি একই বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন Distinguished Research Professor হিসেবে কর্মরত আছেন। গণিত শাস্ত্রের প্রখ্যাত পন্ডিত জর্জ গ্যাসপারের সঙ্গে রচিত

তাঁর গণিতবিষয়ক গ্রন্থ, আধুনিক গণিতের একটি উল্লেখযোগ্য ও অপরিহার্য গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃত। লেখক তাঁর সুদীর্ঘ প্রবাস জীবনের বহুমাত্রিক অভিজ্ঞতাঋদ্ধ মনীষার আলোকে রচনা করে যাচ্ছেন অজস্র ব্যক্তিগত প্রবন্ধ ও আখ্যানমঞ্জরী। তাঁর প্রকাশিত রচনার সুনির্বাচিত সঙ্কলন 'তীর্থ আমার গ্রাম', 'লাল নদী', 'অ্যাল্পবাম' ও 'প্রসঙ্গঃ নারী' পাঠকমহলে ব্যাপকভাবে সমাদৃত।

মীনা আজিজ : প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা মোট ২১ টি। মূলতঃ ভ্রমন কাহিনী। পেশায় গৃহিনী তবে ভ্রমন, লেখালেখি, বইপড়ার পাশাপাশি সাহিত্যচর্চা অন্যতম প্রধান কাজ। সাহিত্যে অবদান রাখার জন্য বিভি সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও সাহিত্য সংস্থা থেকে বেশ কয়েকটি পুরস্কার পেয়েছেন। বিভি সামাজিক, সাহিত্যিক ও সেবামূলক সংস্থার সঙ্গে জড়িত। কানাডা প্রবাসী।

মুজিব ইরম : মুজিব ইরম : জন্ম ১৯৬৯, নালিহুরী, মৌলভীবাজার। প্রকাশিত কবিতার বই : মুজিব ইরম ভ—ন শো—ন কাব্যবান ১৯৯৬, ইরমকথা ১৯৯৯, ইরমকথার প—রর কথা ২০০১, উত্তরবিরহচরিত ২০০৩, সাং নালিহুরী ২০০৪, ইতা আমি লি—খ রাখি ২০০৫। প্রকাশিত গ—দ্যর বই : এক যে ছি—লা শীত ও অন্যান্য গপ ১৯৯৯। মুজিব ইরম ভ—ন শো—ন কাব্যবান-এর জন্য 'বাংলা একা—ডমী তরুণ লেখক প্রকল্প পুরস্কার' গ্রহণ ১৯৯৬। লন্ডন প্রবাসী।

মুহম্মদ জুবায়ের : জন্ম মে ২২, ১৯৫৪ । বেড়ে ওঠা বগুড়া শহরে । ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে পড়াশোনা শেষ করেন । সত্তর দশকের প্রমার্ধে লেখালেখির শুরু । ১৯৮৪-৮৫ থেকে ১৯৯৯ পর্যন্ত লেখালেখি থেকে দীর্ঘ স্বেচ্ছা-অবসর বা শীতঘুমে মগড়ব । গল্প-উপন্যাস এবং সংবাদপত্রের কলাম ও ব্যক্তিগত রচনাসহ বিবিধ গদ্য লেখেন । একদা কিছু অনুবাদকর্মও করেছেন । প্রকাশিত গ্রন্থ দুটি – উপন্যাস 'অসম্পূর্ণ' (১৯৮৬) ও কিশোর উপন্যাস 'আমাদের অমল' (২০০৩) । পরবাসজীবন ১৯৮৬-র মাঝামাঝি থেকে, এখন বাস করেন আমেরিকার টেক্সাস রাজ্যের ডালাস শহরে ।

রবিউল হাসান : খ্যাতনামা গল্পকার, কবি ও অনুবাদক হিসেবে সুপরিচিত। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মালয়েশীয়ার চল্লিশটিরও বেশী পত্র-পত্রিকায় তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'প্রতিমা এসেই বলে, যাই' ও 'এই শহরে একটা কোনো বিকেল মানেই' সুধীমহলে সমাদৃত। 'প্রিয়ার সঙ্গে চার বেলা' তাঁর প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ। লেখক বর্তমানে লুইজিয়ানা অঙ্গরাজ্যের সাদার্ণ ইউনিভার্সিটি ইন ব্যাটন রুজ-এর ইংরেজীর প্রভাষক।

রানু ফেরদৌস : ছোটগল্প, কলাম ও প্রবন্ধ লেখেন। মাঝে মধ্যে কার্টুনও আঁকেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এম.এস.এস (অনার্স)। ক্যালিফোর্ণিয়া থেকে প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা 'পড়শী'-র নিউইয়র্ক প্রতিনিধি। নিউইয়র্কের 'উদীচী স্কুল অব পারফর্মিং আর্টস'-এর বাংলার শিক্ষক। এছাড়াও তিনি 'ইউনাইটেড নেশনস্ উইমেনস গিল্ড' কুইন্স শাখার প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর। স্বামী ও দুই সন্তানসহ

নিউইয়র্কে বসবাস করছেন।

রুকসানা রুপা : মূলতঃ কবিতা লেখেন। কবিতা ছাড়াও তিনি চমৎকার গদ্য এবং ছোটগল্প লেখেন। রুপো নব্বুই দশকের একজন উল্লেখযোগ্য কবি। উত্তরাধুনিক কবিতায় তিনি ২০০১ সালে 'শব্দগুচ্ছ' পুরস্কার পান। তাঁর একমাত্র কাব্যগ্রন্থের নাম - 'গরাদবিহীন জানালায় অপেক্ষার কিশোরী'। নিউইয়র্ক প্রবাসী।

রোকসানা লেইস : কবিতা ও ছোটগল্প লেখেন। ছবি আঁকেন সময় পেলেই। প্রকৃতি-প্রেম তাঁর কবিতার প্রধান বিষয়বস্তু। 'সুপ্রভাত' নামে কানাডার একটি মাল্টি-কালচারাল অরগানিজেশনের সক্রিয় কর্মী ও সদস্য। প্রথম কাব্যগ্রন্থ - 'স্বপ্ন নগরীর খোঁজে'। টরন্টো, কানাডা প্রবাসী।

লুৎফর রহমান রিটন : বাংলাদেশের একজন অত্যন্ত জনপ্রিয় ও খ্যাতিমান ছড়াকার। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা তাঁর বয়সের প্রায় দ্বিগুন। ছড়া ছাড়াও তিনি চমৎকার গদ্য লেখেন। সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব রিটন বর্তমানে কানাডার অটোয়ায় স্ব-নির্বাসিত। তাঁর শেষ প্রকাশিত গ্রন্থ 'প্রবাসে রচিত পংক্তিমালা'।

শবনম আমীর : কবিতা ও ছোটগল্প লেখেন। প্রবাসী পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত গল্প, কবিতা এবং প্রবন্ধ লিখছেন। ভ্রমন বিলাসী ও সুদূরপিয়াসী এই লেখিকা আফ্রিকা, ইউরোপ ও পৃথিবীর বিভি প্রান্তে ঘুরে বেড়িয়ে যে সব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন বিশেষ করে

বাঙালিদের সুখ-দুঃখের যে চিত্র প্রত্যক্ষ করেছেন, তারই প্রতিচ্ছবি তুলে ধরেন তাঁর কবিতায় ও গল্পে। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'বিরহ বেহাগ' এবং গল্প-সমগ্র 'নিহত কৃষ্ণ চূড়া' পাঠকমহলে ব্যাপকভাবে সমাদৃত। স্বামী ও সন্তানসহ স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন ক্যালিফোর্নিয়ার লস এঞ্জেলেসে।

শামস-আল-মমীন : আমেরিকা থেকে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে বি.এ. এবং এম.এ. করেছেন। মূলতঃ কবিতা লেখেন। অনুবাদও করছেন। তাঁর অনূদিত বেশ কিছু কবিতা ইতোমধ্যেই সুধীমহলে ব্যাপক প্রশংসিত হয়েছে। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ দু'টি - 'মনোলগ' এবং 'চিতায় ঝুলন্ত জোছনা'। সম্পাদিত সাহিত্য পত্রিকা 'আ-কার ই-কার'। ঢাকার দৈনিক পত্রিকাগুলোতে নিয়মিত লিখে থাকেন। বর্তমানে নিউইয়র্কের বোর্ড অব এডুকেশনে Mentor হিসেবে কর্মরত আছেন। ১৯৮২ থেকে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী।

শামসুল হুদা : কবিতা ও ছোটগল্প লেখেন। নিউ অরলিন্স থেকে প্রকাশিত একুশে সংকলন 'অবিনাশী শব্দরাশি'-র সম্পাদক, প্রকাশ করছেন গত চৌদ্দ বছর যাবত। এক সময়ের বেতার সংবাদপাঠক, সাংবাদিক ও আবৃত্তিকার। কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী নেন। বর্তমানে লুইজিয়ানার জেভিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান। স্ত্রী ও দু'সন্তান নিয়ে নিউ অরলিন্সে বাস করছেন।

শামীম আজাদ : শামীম আজাদের পৈত্রিক নিবাস সিলেটের মৌলভী বাজার এবং জন্ম ময়মনসিংহে । বিলেতে চলে আসেন ১৯৯০ সালে । অধুনা শামীম আজাদ বিলেতে

পারফরমেন্স 'পোয়েট ও স্টোরি টেলার' হিসেবে পরিচিত । এবং বর্তমানে " এ্যাপল্‌স এ্যান্ড সেড়বইক্‌স'- (বিলেতের সবচেয় বড় পোয়েট্রি অর্গেনাইজেশন) এর রেসিডেন্ট রাইটার হয়ে কাজ করছেন । ইংরাজি ও বাংলা দু'ভাষায় করেন লেখালেখি । এর আগে বিভিনড়ব সময়ে সময়ে তিনি ডকল্যান্ড মিউজিয়াম, সান্ডারল্যান্ড সিটি লাইব্রেরী ও আর্ট্‌স সেন্টার, পোয়েট্রি সোসাইটি, ম্যাজিক মি, ও এ্যাপল্‌স এ্যান্ড সেড়বইক্‌স এ আবাসিক লেখক হিসেবে কাজ করেছেন এবং ঢাকা কলেজে শিক্ষকতা করেছেন ১৯৮৯ পর্যন্ত । দুটো নাটক লিখেছেন হাফমুন থিয়েটারের জন্য, বিভিনড়ব কবিতা সংকলনে তার কবিতা হয়েছে সংকলিত । বিলেতে উয়্যার পাবলিকেশন থেকে তার দ্বি ভাষিক 'দি ভয়েজেস ফ্রম বাংলাদেশী রাইটারস' এবং ম্যাজিক মি থেকে ছোটদের জন্য প্রকাশিত হয়েছে 'দি লাইফ অব মি: আজিজ' । তিনটি কবিতা গ্রন্থ, দুটি উপন্যাস, দুটি রচনা সমগ্র, দুটি সম্পাদনা গ্রন্থ, দুটি ছোট গল্পের বই প্রকাশিত হয়েছে বাংলাদেশ থেকে । পুরষ্কার: লন্ডন আর্টস থেকে যৌথভাবে ভাবে ব্রিটিশ কবি টাঈ'র সঙ্গে, কবিতার জন্য ইয়ার অব দা আর্টিস্ট ২০০০, টাওয়া হ্যামলেট্‌স বারা থেকে লন্ডন বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রের শিক্ষামূলক কাজের জন্য সিভিক এওয়ার্ড ২০০৪, সংযোজনের ২০০৪ আব্দুর রব চৌধুরী পুরষ্কার, বিচিত্রা এওয়ার্ড ফর ফ্যাশন জার্নালিজম ১৯৯৫

শামীম তুষার : প্রবন্ধ, নিবন্ধ ও কলাম লেখেন। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ থেকে এম.বি.বি.এস করেছেন ১৯৯৭ সালে। লুইজিয়ানা প্রবাসী এবং এ অঙ্গরাজ্যের নিউ অরলিন্সে অবস্থিত ট্যুলেন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.পি.এইচ করেছেন। বর্তমানে OPH, New Orleans-এ কর্মরত আছেন। একসময় বাংলাদেশের জনপ্রিয় ম্যাগাজিন 'যায় যায় দিন'-এ নিয়মিত লিখতেন। প্রকাশিত গ্রন্থ - 'অন্য স্বাদের কমপিউটার' পাঠক মহলে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়।

শারমিন আহমেদ : কবিতা, প্রবন্ধ, ছোটগল্প ও নিবন্ধ লেখেন। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ-এর জ্যেষ্ঠ কন্যা। ১৯৮৪ থেকে আমেরিকা প্রবাসী। তিনি ১৯৯০ সালে ওয়াশিংটন ডি.সি.-র জর্জ ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে

ফেলোশীপ ও উইমেন স্টাডিজ স্কলার্স এ্যাওয়ার্ডসহ উইমেন্স স্টাডিজে মাস্টার অব আর্টস ডিগ্রী লাভ করেন। একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি শিশু শিক্ষার ওপরেও মাস্টার্স কোর্স সম্প করেন। বিশ্বের পেশাজীবী নারীদের অন্যতম বৃহত্তম মানব উ য়ন সংগঠন দ্যা সরোপটিমিস্ট ইন্টারন্যাশনাল অব দ্যা আমেরিকাস 'আন্তর্জাতিক শুভেচ্ছা ও পারস্পরিক সমঝোতা রচনার ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের' জন্য তাঁকে 'উয়োম্যান অব ডিস্টিংশন' এ্যাওয়ার্ড' প্রদান করে। তাঁর প্রথম প্রকাশিত দ্বিভাষিক (বাংলা ও ইংরেজী) গ্রন্থ 'হৃদেয়ে রঙধনু' (The Rainbow In A Heart) সুধীমহলে আলোড়ন সৃষ্টি করে ও ব্যাপক প্রশংসিত হয়। সম্প্রতি বইটি আমেরিকার ম্যারিল্যান্ড স্টেটের মন্টোগোমারি কাউন্টির পাবলিক স্কুল কর্তৃপক্ষ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলের ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ কারিকুলামের জন্য মনোনীত করেছে। মানের দিক থেকে যুক্তরাষ্ট্রের পাবলিক স্কুলের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় হিসেবে পরিচিত মন্টোগোমারি কাউন্টি পাবলিক স্কুল 'হৃদেয়ে রঙধনু'-র চূড়ান্ত অনুমোদনে এই গ্রন্থটিকে সমবিষয়ের যে

কোনো গ্রন্থের তুলনায় অদ্বিতীয় হিসেবে অভিহিত করেছে। সুন্দর চিত্রকর্ম, ভাষার নিপূণতা এবং গল্পের বর্ণনা সাবলীল বলেও প্রশংসা করা হয়েছে। এছাড়া শিশুর সঙ্গে বিভি সংস্কৃতির মায়েদের ভাবের আদান-প্রদানের মাধ্যমে শিশুর উপযুক্ত অভিভাবক হওয়ার শিক্ষা, বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল, আধ্যাত্মিক নীতিমালার সংযোগ, সৃষ্টির প্রতি মমত্ববোধ এবং সব প্রাণের উৎসেই ভালো দেখতে পাওয়ার সম্ভাবনাকে গল্পের শক্তিশালী দিক হিসেবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

শাহানা চৌধুরী পপি : অভিনেত্রী ও সঙ্গীতশিল্পী হিসেবে পরিচিত হলেও কবিতার প্রতি আশৈশক ভালোবাসাই তাকে কবিতা লিখতে উদ্বুদ্ধ করে । সৌদি প্রবাসী কবি শাহানা চৌধুরীর জন্ম রংপুরে ।

সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল : একাধারে কবি, গল্পকার, নাট্যকার ও গবেষক। পেশা সাংবাদিকতা ও প্রকাশনা। প্রকাশিত গ্রন্থ ৩৫ টি, কবিতা ১৫ টি। এবারের বইমেলা-২০০৬ এ বেরুচ্ছে তাঁর কবিতা-সমগ্র। তিনি প্রবাসীদের নিয়ে দীর্ঘদিন যাবত কাজ করছেন। বর্তমানে অটোয়াতে অবস্থান করছেন এবং ক্যানাডিয়ান আদিবাসী রেড ইন্ডিয়ানদের নিয়ে গবেষণা করছেন।

সাদ কামালী : কথাশিল্পী সাদ কামালী-র জন্ম বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলায় ১৯৬২ সালে । ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা বিভাগ থেকে সম্মানসহ স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি শেষে দেশে বিদেশে চাকরি ও জীবনযাপনের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ সাদ কামালীর প্রম গল্পগ্রন্থ 'অবশেষে নিঃশব্দ অন্তিমে' প্রকাশ হয় ১৯৯২ সালে । প্রম গ্রন্থ থেকেই তাঁর রচনারীতি ও বিষয়বৈচিত্র্য আলোচিত । এখন পর্যন্ত তাঁর গল্পগ্রন্থ সংখ্যা ছয় । কলকাতা বইমেলা ২০০৬-এ কলকাতার নয়া উদ্যোগ প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয়েছে গল্পগ্রন্থ 'তেলাপোকার জার্নাল ।' প্র ম উপন্যাস 'রাষ্ট্রের সংক্রামণ (২০০২) সহ প্রকাশিত হয়েছে চারটি উপন্যাস । ব্যক্তিগত গদ্য 'যাদুবাস্তবতার মায়া'র প্রকাশকাল ফেব্রুয়ারি বইমেলা ২০০৪ । টরন্টো, কানাডা প্রবাসী ।

সালেহা চৌধুরী : '৭২ সাল থেকে লন্ডনে বাস করছেন। আসার আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের অধ্যাপিকা ছিলেন পাঁচ বছর। এরপর লন্ডনে শিক্ষকতার পর অবসর গ্রহন করেছেন। দুটো বই 'যখন নিঃসঙ্গ' ও 'সাহিত্য প্রসঙ্গ' প্রকাশ করেছিলেন আসার আগে। তারপর লন্ডনের নানা কাজে কুড়ি বছরের বিরতি। নব্বই সালে 'উষ্ণতর প্রপাত'-এর মাধ্যমে আবার লেখালেখি শুরু। এখন মোটামুটি নিয়মিত লিখছেন। গ্রন্থ সংখ্যা তেত্রিশ (৩৩) টি। ইংরেজী ও বাংলা কবিতার জন্য পুরস্কৃত হয়েছেন। গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, কবিতা, ছড়া, নাটক, শিশুতোষ সাহিত্য—সবকিছুই লেখেন যখন যেমন মনে হয়। লেখা তার সঙ্গ এবং লেখা তার জীবনের বেঁচে থাকবার সত্যিকারের আনন্দ। একটি কন্যা এবং একটি পুত্রের মাতা।

সুরাইয়া খানম : একাধারে গবেষক, ঔপন্যাসিক এবং কবি। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজী সাহিত্যে অনার্স গ্রাজুয়েশান ও ফুলব্রাইট স্কলার হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের আরিজোনার টুসান বিশ্ববিদ্যালয়ে আমেরিকান সাহিত্যে এম.এ. ও ডক্টরেট করেন। একসময়ের করাচি বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজির অধ্যাপক

বর্তমানে আরিজোনার একটি ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপনা করছেন। বই প্রকাশের

ক্ষেত্রে ততোটা আগ্রহী না হলেও সুরাইয়া খানম নিয়মিত লিখছেন আজও। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ - 'নাচের শব্দ' পাঠকমহলে আলোড়ণ জাগায়।

সোহেলী সুলতানা : মূলতঃ কবিতা লেখেন। জন্ম বৃহত্তর মাদারীপুর জেলার ঐতিহ্যবাহী সম্ভ্রান্ত শিরখাড়া মিয়া পরিবারে। লেখালেখির শুরু ছোটবেলা থেকেই। পরবর্তীতে স্কুলকলেজে অধ্যয়নের সময় থেকেই দেশের বিভি পত্র-পত্রিকায় এবং সাময়িকীতে তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়ে আসছে। ১৯৯৪ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ - 'বিপরীত চলাচল'। দ্বিতীয় প্রকাশনাটি ছিলো ছোট্ট সোনামণিদের জন্য ছড়াছবির বই 'ছড়ায় ছন্দে'। দীর্ঘ ১৪ বছর ধরে স্বামী-সন্তানসহ ফ্লোরিডা প্রবাসী। লেখিকা যুক্তরাষ্ট্রের বিভি পত্র-পত্রিকায় এবং সাময়িকীতে লিখছেন নিয়মিত। এছাড়াও ফ্লোরিডার মায়ামীতে 'শিল্পাংগন' নামের একটি সাহিত্য-সংস্কৃতির আসর মাসিক ভিত্তিতে চালিয়ে আসছেন বিগত পাঁচ বছর ধরে।

হারুন চৌধুরী : মুক্তিযোদ্ধা হারুন চৌধুরী একজন স্বনামধন্য লেখক ও দীর্ঘদিন যাবত সাংবাদিকতার সঙ্গে জড়িত। ১৯৭৯ সালে ইউ এন ডিপির মাধ্যমে বৃত্তি নিয়ে তিনি বিলেতের শেফিল্ড ইউনিভার্সিটিতে অধ্যয়ন করেন। পরবর্তীতে ১৯৮৮ সালে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আসেন এবং তখন থেকে ওয়াশিংটন প্রবাসী। ১৯৯২ সালে বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ওয়াশিংটন ডি.সি.-এর জেনারেল সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। তিনি এ্যামন্যাস্টি ইন্টারন্যাশনালের (AMI) একজন সক্রিয় সদস্য। বর্তমানে কম্পিউটার Data Center Specialist হিসেবে কর্মরত। প্রকাশিত গ্রন্থ - 'এই নারী'।

হাসান-আল-আবদুল্লাহ : ছান্দসিক কবি হিসেবে খ্যাত। আশির দশকের মাঝামাঝিতে কবিতা দিয়ে লেখালেখির শুরু। তিনি একজন ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক এবং সম্পাদনার সঙ্গেও জড়িত। নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত আন্তর্জাতিক কবিতার কাগজ 'শব্দগুচ্ছ'-এর সম্পাদক। তাঁর সম্পাদিত 'মার্কিন দেশের বাংলা কবিতা' সুধীমহলে ব্যাপক প্রশংসা পায়। বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত তাঁর কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ 'কবিতার ছন্দ' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা সাহিত্য বিভাগে পড়ানো হচ্ছে। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'একবিংশ শতাব্দীর আগে', 'গোলাপের নাম তুমি', 'শকুনেরা ভালো আছে', 'সনেটগুচ্ছ ও অন্যান্য কবিতা', 'আঁধারের সমান বয়স' এবং কিশোর উপন্যাস 'আহত মুকুল' প্রশংসার দাবীদার। তাঁর ৬টি মৌলিক কাব্যগ্রন্থ সহ মোট গ্রন্থসংখ্যা ১৭টির মতো। ১৯৯০ থেকে নিউইয়র্ক প্রবাসী। বর্তমানে তিনি New York City Board of Education-এ Math (Calculus) and Computer Programming-এ শিক্ষকতা করছেন।

হাসান ফেরদৌস : বর্তমানে স্থায়ীভাবে নিউইয়র্কে বাস করছেন। লেখাপড়া করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে, ইংরেজী সাহিত্যে। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে পড়েছেন উক্রাইনের কিয়েভ বিশ্ববিদ্যালয়ে। সাংবাদিক হিসেবে কর্মজীবন শুরু। ১৯৮২ সালে ঢাকার জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রে যোগ দেন। এরপর ১৯৮৯ থেকে নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর

দফতরে। ১৯৯৫-তে বেইজিং-এ বিশ্ব নারী সম্মেলনে জাতিসংঘের তথ্য সমন্বয়কারীর দায়িত্ব পালন করেন। ঢাকার দৈনিক 'প্রথম আলো' পত্রিকায় নিয়মিত কলাম লিখে থাকেন। প্রকাশিত গ্রন্থ - অন্য সময় অন্য পৃথিবী, নান্দনিক নৈতিকতার

সপক্ষে ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, নাগরিক সময় ও অন্যান্য বিবেচনা উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও গতবছর (২০০৫) তাঁর দু'টি অনুবাদ গ্রন্থ বেরিয়েছে, একটি - 'বৃষ্টিকে নিয়ে রূপকথা' এবং অন্যটি - 'নক্ষত্র পুত্র'।

হোমায়রা আহমেদ : গল্প, কবিতা, গবেষণামূলক প্রবন্ধ, স্মৃতিকথা ও নারী বিষয়ক নিবন্ধ লিখে থাকেন। তিনি মুসলিম মহিলা লেখকদের (বেগম রোকেয়ার আগে ও পরে) ওপর গবেষণা কর্মে রত। পেশাগত জীবনে একজন স্থপতি। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের একটি স্থাপত্য ফার্মে কর্মরত। ইতোমধ্যেই তাঁর গল্পগ্রন্থ 'অন্যরকম মেয়ে', কাব্যগ্রন্থ 'আমি তো আমি না' এবং নারী ও সমাজ বিষয়ক গ্রন্থ 'জীবন যেমন দেখেছি' প্রকাশিত হয়েছে। ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া-তে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন।